ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর এক বছর থেকে দুই বছরে উন্নীত করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকগণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল শিক্ষকগণকে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়াও ইউআরসি দোহার, ঢাকা এ নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে-

- শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে সাপ্তাহিক মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।
- আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, প্রেষণা ও উদ্দীপনা প্রদান করা।
- শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন (নিবিড়) ও সুপারভিশন জোরদার করা।
- পাঠপরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকগণকে উৎসাহ ও প্রেষণা প্রদান করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
- বাল্য বিবাহ রোধ করা, শুদ্ধাচার, মাদককে না বলা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা।
- Action Research ও নিউজ লেটার প্রকাশ করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখনশৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রাখা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- ই- মনিটরিং কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও জোরদার করা।
- দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করা।
- প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখন শৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা।
- শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে সাপ্তাহিক মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।
- Multimedia ও অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি / ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে শ্রেণিকার্য পরিচালনা করতে উৎসাহ প্রদান।
- স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রেষণা ও তাগিদ দেওয়া।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম / সাংস্কৃতিক চর্চা এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা।